জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৭

পিএবিএক্স- ৫৫০১৩৭২৬-২৮

ওয়েব সাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন: রাঙ্গামাটিতে রমেল চাকমা হত্যা

বিনয় কান্তি চাকমা, পিতা- জ্ঞান রঞ্জন চাকমা, সাং-পূর্ব হাতিমারা, ৩নং বুড়িঘাট ইউনিয়ন নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তার পুত্র রমেল চাকমাকে নানিয়ারচর সেনা ক্যাম্পের সদস্যগণ কর্তৃক নির্যাতন এবং পরবর্তীতে রমেল চাকমার মৃত্যু ঘটে। এ বিষয়ে ২৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে এনএইচআরসিবি/অভিযোগ/৪৭/১৭-৩২৭(৩) নং স্মারকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক তিন সদস্য বিশিষ্ট্য একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়।

তথ্যানুসন্ধান কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সংশ্লিষ্টদের জবানবন্দি ও লিখিত বক্তব্য গ্রহণ এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া সেনাবাহিনীর সদস্যদের বক্তব্য প্রদানে অসম্মতি জানালে তাদের বক্তব্য তথ্যানুসন্ধান কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

চিকিৎসকদের ভাষ্য মতে রমেল চাকমার মৃত্যুর জন্য রোড এক্সিডেন্ট (RTA) অথবা শারীরিক নির্যাতন (Phy. Assult) দায়ী। কারণ উক্ত ঘটনার পর থেকে রমেল চাকমার কিডনির অবস্থা খারাপ হতে শুরু করেছিল। তথ্যানুসন্ধানকালীন রমেল চাকমার মৃত্যু বিষয়ক পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট সম্পন্ন না হওয়ায় তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

নানিয়ারচর থানার সাধারণ ডাইরীর (জিডি নং- ৬৪০ তারিখ ২০/০৪/২০১৭ ইং) এ উল্লেখ করা হয় যে নানিয়ারচর আর্মি জোনের ওয়ারেন্ট অফিসার সাদেক জানায় টিএন্ডটি বাজার থেকে ৭০/৮০ গজ উত্তরে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে পাহাড়ের উপরে রমেলকে সেনা বাহিনীর টহল দল ধাওয়া করলে রমেল চাকমা পাহাড়ের উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। সাথে সাথে একটি চলমান CNG দ্রুত বেগে এসে পেছন থেকে রমেল চাকমাকে ধাক্কা দিয়ে গুরুতর জখম করে। রাতের অন্ধকারে CNG টি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু রমেল চাকমার পিতা- বিনয় কান্তি চাকমার লিখিত বক্তব্য থেকে জানা যায় তিনি রমেলের বন্ধু মিলন বিকাশ চাকমার কাছ থেকে শুনেছেন যে রমেলকে ০৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ বুধবার সকালে সেনাহিনীর সদস্যরা নানিয়ারচর বাজার থেকে তুলে নিয়ে যায়।

সুতরাং নানিয়ারচর থানার ডাইরির ভাষ্য এবং রমেলের পিতার ভাষ্যে রমেলকে আটকের বিষয়ে গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও নানিয়ারচর থানার ডাইরি নং ১৬৮ তারিখ ০৫/০৪/২০১৭ তে উল্লেখ করা হয় যে, ০৬/০৪/২০১৭ তারিখ রাত অনুমান ১২.৩০ ঘটিকার সময় নানিয়ারচর সেনা জোনের ওয়ারেন্ট অফিসার মজনুর

রহমান রমেল চাকমাকে নিয়ে নানিয়ারচর থানায় আসে এবং তার শারীরিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় রমেলকে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়। তবে নানিয়ারচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীর ছাড়পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, রমেল চাকমা ০৬/০৪/২০১৭ তারিখ রাত ০২.০০ টা থেকে রাত ৩.৩৭ মিনিট পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন।

রমেল চাকমাকে আটক ও নানিয়ারচর থানায় উপস্থাপন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনয়নের মধ্যবর্তী সময়ে রমেল সেনাসদস্যদের তত্ত্বাবধানে ছিল। উক্ত সময়ে সে কী অবস্থায় ছিল তা অজ্ঞাত।

রমেল চাকমার মৃত্যু সংক্রান্ত সকল বক্তব্য ও তথ্যাদি থেকে জানা যায় রমেল চাকমা ০৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ থেকে তাঁর মৃত্যুর দিন অর্থাৎ ১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিল।

তথ্যানুসন্ধান কমিটির তথ্যানুসন্ধানে রমেল চাকমার মৃত্যু বিষয়ে কোন মামলা হয়েছে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তথ্যানুসন্ধান কমিটির সার্বিক পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে প্রতিয়মান হয় যে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহলে তার দায়ভার সংশ্লিষ্টরা এড়িয়ে যেতে পারে না।

নানিয়ারচর থানার ০৫/০৪/২০১৭ তারিখের সাধারণ ডায়রি নং ১৬৮ থেকে জানা যায় যে, নানিয়ারচর সেনা জোনের ওয়ারেন্ট অফিসার মজনুর রহমান রমেলকে থানায় নিয়ে আসে এবং বলে যে রমেল বেতছড়ি ট্রাক পোড়ানো মামলার সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু থানার ওসির সাথে কথা বলে জানা যায় যে, রমেল উক্ত মামলার আসামী ছিল না।

রমেল চাকমাকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা কখন আটক করেছিল এবং আটকের কতক্ষণ পর তাকে নানিয়ারচর থানায় হস্তান্তরের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং উক্ত গ্রেফতারকৃত সময়ে রমেলের সাথে কি ধরণের আচরণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সুস্পষ্ট বক্তব্য জানা প্রয়োজন। অতএব অদ্য অনুষ্ঠিত কমিশনের বিশেষ সভায় রমেলের মৃত্যুর ঘটনায় সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সম্পৃক্ততার অভিযোগের বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে তদন্তপূর্বক আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে কমিশন বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করতে বলার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাক্ষরিত/-
কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন